ঝিনাইদহে মাছ বিক্রেতা তাহেরাকে ভ্যান কিনে দিলেন মেয়র

মাছের হাড়ি মাথায় নিয়ে প্রতিদিনই বিভিন্ন পাড়ায় মাছ বিক্রি করতে দেখা যায় তাহেরাকে। সংসার চালাতে জীবন সংগ্রামে পিছু হটেনি তাহেরা। ৪০ কেজি ওজনের মাছের হাড়ি মাথায় নিয়ে বিভিন্ন পাড়ায় ঘুরতে খুবই কষ্ট হতো তার পরেও মাছ ফেরি করা ছাড়েনি তাহেরা।

সদর উপজেলার কুমড়াবাড়িয়া ইউনিয়নের ধোপাবিলা গ্রামের বিশারত শেখের মেয়ে বর্তমানে পৌর এলাকায় বাস করেন।

গতকাল রবিবার ঝিনাইদহ পৌরসভার মানবিক মেয়র ও ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আলহাজ্ব সাইদুল করিম মিন্টু মানুষের মুখে শুনে নিজেই একটি নতুন ভ্যান কিনে চালিয়ে পৌঁছে যান তাহেরার বাড়ী।

তাহেরা খাতুনের কষ্ট লাঘবের জন্য এবং সুন্দর ভাবে সংসার পরিচালনার জন্য এই উপহার দিলেন মেয়র।

তাহেরা এই ভ্যান পেয়ে বেজায় খুশি, মেয়রের প্রতি দোয়া ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। শুধু তাহেরাই নয় এরকম অনেককেই তিনি শিক্ষা, চিকিৎসা, বিবাহ, ঘর নিমার্ণসহ নানা প্রয়োজনে সাহায্য করে থাকেন।

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত যুগ্ন-সম্পাদকের উপর হামলা

দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত যুগ্ন-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবি’র উপর পরিকল্পিত হামলায় সাংবাদিক মহল ক্ষোভ প্রকাশ

করেছেন।

জানা গেছে, গত শনিবার রাত ৭ টার সময় কার্পাসডাঙ্গা ব্রীজ মোড় বাজারে এ ঘটনা ঘটে। দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের নবনির্বাচিত নেতৃবৃন্দ প্রেস ক্লাবের সদস্যদের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করতে যায়। এসময় প্রেস ক্লাবের যুগ্ন-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবি ও স্থানীয় দৈনিক পত্রিকার সাংবাদিক শরীফ রতন দুজনে ব্রীজ মোড় বাজারে সিদ্ধ ছোলা খাচ্ছিলো।

সে সময় কার্পাসডাঙ্গার কোমরপুর গ্রামের বিল্লাল হোসেনের ছেলে বখতিয়ার রহমান বকুল ও তার চাচাতো ভাই সুকলালের ছেলে সোহাগ হঠাৎ হাবি কে পিছন থেকে কাঠের বাটামসহ দেশীয় অস্ত্র দিয়ে এলোপাতাড়ি মারপির করে।

এসময় হাবি তাদের মারপিটে মারাত্বক জখম হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়ে, এসময় প্রেস ক্লাবের নেতৃবৃন্দ আহত হাবিকে উদ্ধার করে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে ভর্তি করেন।

এ ঘটনায় দামুড়হুদা প্রেস ক্লাবের যুগ্ম-সম্পাদক হাবিবুর রহমান হাবি ঐ রাতেই দামুড়হুদা উপজেলার অন্তর্ভূক্ত কার্পাসডাঙ্গা ইউনিয়নের কোমরপুর গ্রামের বিল্লালের ছেলে বখতিয়ার রহমান বকুল ও সুকলালের ছেলে সোহাগের নাম উল্লেখ করে অঙ্গাত ৪/৫ জনের নামে দামুড়হুদা মডেল থানায় একটি লিখিত অভিযোগ করেন।

আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায় সাপের খেলা অনুষ্ঠিত

চিরায়ত বাংলার ঐতিয্যবাহী সাপের খেলা দেখতে শত শত নারী-পুরুষ ভীড় জমায় আলমডাঙ্গার নতিডাঙ্গায়। গতকাল নতিডাঙ্গা যুবসমাজের উদ্যোগে বাড়াদী ইউনিয়নের নতিডাঙ্গা কপাটি ব্রিজপাড়ায় উক্ত সাপের খেলা অনুষ্ঠিত হয়।

দিনব্যাপী এই খেলায় ১৬ টি সাপুড়িয়া দল অংশ গ্রহণ করে। আগের দিন

থেকেই দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে দলগুলি নিজেদের শক্তিশালি ও বড় বড় গোখরো সাপ নিয়ে এলাকায় হাজির হয়।

খেলার নিয়ম অনুযায়ী যে দলের সাপ সবচেয়ে বেশি সময় মঞ্চে ফণা তুলে দাঁড়িয়ে থাকতে পারবে তারা হবে চ্যাম্পিয়ন, এবং পুরস্কার পাবে একটি বড় খাশি ছাগল, রানার্সআপ দল পাবে একটি ভেড়া।

সেই অনুযায়ী ঝিনাইদহের সোহেল হোসেনের দলের সাপ টেবিলে ৩৬ মিনিট ফণা তুলে অবস্থান করে ১ম পুরস্কার জিতে নেয়। ২য় পুরস্কার পায় শৈলকুপার শহিদুলের দল। তার সাপ ফণা তুলে ছিলো ২৩ মিনিট।

খেলা শেষে উভয় দলের হাতে পুরস্কার তুলে দেন অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ইউপি চেয়ারম্যান মাসুদ পারভেজ ও আগামী ইউপি নির্বাচনে চেয়ারম্যান পদে আওয়ামী লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সংগঠনিক সম্পাদক আশাবুল হক সম্রাট।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি ছিলেন ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শহিদুল হক লাল্টু। সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিলেন আওয়ামী লীগ নেতা শাহানুর। খেলা পরিচালনা করেন মাহাবুল হোসেন, আমজাদ আলী, ফকিরচাঁদ, বাবুর আলী ও জব্বার আলী।

বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে কুষ্টিয়া জেলা তাঁতী লীগের বিক্ষোভ

কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীণ ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেছে জেলা তাঁতী লীগ।

রোববার (৬ ডিসেম্বর) বিকেলে তাঁতী লীগের নেতাকর্মীরা শহরের মহমপুর বনানী সিনেমা গলিতে জেলা তাঁতী লীগের কার্যালয়ের সামনে উপস্থিত হয়ে বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল করেন।

মিছিল শেষে পৌরসভার বিজয় উল্লাসে কুষ্টিয়ার নাগরিক পরিষদের উদ্যোগে বিশাল সমাবেশে যোগ দেন।

জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন ও সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার ঘটনায় জড়িতদের বিচারের দাবি জানান। এ সময় ভাস্কর্য বিরোধীদেরকে প্রতিহত করার আহ্বান জানান তাঁতী লীগ নেতারা।

জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদ, সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক সরোয়ার হোসেন, যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক বিপুল হোসেন, শহীদু ইসলাম, সাংগঠনিক সম্পাদক মমনিুল ইসলাম বকুল তাঁতী লীগের আবু হাসান লিটনসহ জেলা ও উপজেলার নেতাকর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দিবাগত রাতের কোনো এক সময়ে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তা মোড়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীণ ভাস্কর্যের হাত ও মুখের অংশ ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। এ ঘটনায় চারজনকে আটক করেছে পুলিশ।

কুষ্টিয়ায় ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৯ জন কারাগারে

কুষ্টিয়ায় ভুয়া ওয়ারিশ সনদপত্র জালিয়াতি করে অন্যের জমি হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগে করা মামলায় ইউনিয়ন পরিষদের (ইউপি) চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি কেরামত আলী বিশ্বাসসহ ৯ জনকে কারাগারে পাঠানো আদেশ দিয়েছেন আদালত।

রোববার (০৬ ডিসেম্বর) দুপুরে কুষ্টিয়ার সিনিয়র জুডিসিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট মহসিন হাসান এ রায় দেন।

জানা যায়, আদালতে ১১ জন অভিযুক্ত আসামি উপস্থিত হয়ে জামিন আবেদন করলেও বিচারক দু’জনের জামিন মঞ্জুর করে ইউপি চেয়ারম্যানসহ ৯ জনের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানো আদেশ দেন।

গ্রেফতাররা হলেন- ৯ নম্বর ঝাউদিয়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান ও কেরামত আলী, ইউপি সদস্য গঞ্জের মণ্ডলের ছেলে আবুল কাশেম, ঝাউদিয়া গ্রামের ইউসুফ মোল্লার ছেলে রফকবুল মোল্লা ও বিটু মোল্লা, মিরপুর উপজেলার নগরবাকা গ্রামের মৃত আব্দুল ওয়াদুদের ছেলে আরাম, ঈশ্বরদী উপজেলার ফতেপুর গ্রামের আব্দুল ওয়াহাবের ছেলে বাদল, লিয়াকত, কামাল হোসেন ও জামাল।

এই মামলার অন্য দুই আসামি ঈশ্বরদীর ফতেপুর গ্রামের আব্দুল ওয়াহাবের কন্যাদ্বয় নারগিস এবং রেহেনা খাতুনকে জামিন দিয়েছেন আদালত।

আদালতের বরাত দিয়ে বাদীপক্ষের আইনজীবী অ্যাডভোকেট আজমল হোসেন জানান, কুষ্টিয়ায় সন্ত্রাসী কায়দায় অন্যের জমি জবর দখলের উদ্দেশ্যে ওয়ারিশ সনদপত্র জালিয়াতি করে একটি চক্র নিজেরাই ক্রেতা-বিক্রেতা সেজে অন্যের জমি কেনা-বেচা প্রক্রিয়ায় হাতিয়ে নেয়। জাতীয় পরিচয়পত্র (এনআইডি) ও ওয়ারিশ সনদ জালিয়াতির এই চক্রের সঙ্গে মোটা অংকের টাকা ভাগাভাগীর বিনিময়ে সংশ্লিষ্ট দপ্তরের অসাধু সদস্য, রাজনৈতিক প্রভাশালী ও জনপ্রতিনিধিদের প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে পড়ার অভিযোগে মামলা করেছেন ক্ষতিগ্রস্ত আশরাফুল আলম নামে এক ব্যক্তি।

৯ নম্বর ঝাউদিয়া ইউনিয়নের নি:সন্তান মৃত জাহানারা খাতুন নামে এক নারীর ওয়ারিশ সনদ জালিয়াতির মাধ্যমে তার দেড় একর জমি দখল করার অভিযোগ স্থানীয় ইউপি চেয়ারম্যান কেরামত আলী বিশ্বাসসহ ১১ জনের বিরুদ্ধে।

নালিশি মামলাটির তদন্ত কর্মকর্তা তদন্ত শেষ করে প্রতিবেদন দাখিল করেন আদালতে। সেখানে আনীত অভিযোগ প্রাথমিকভাবে সত্যতা পাওয়ায় আদালত আসামিদের স্ব-শরীরে আদালতে হাজির হওয়ার সমন জারি করেন। রোববার দুপুরে তারা আদালতে হাজির হয়ে জামিন আবেদন করেছিলেন।

পরে বিচারক ১১ জন অভিযুক্তের মধ্যে নারী দু’জনকে জামিন দেন, চেয়ারম্যানসহ ৯ জনের জামিন না মঞ্জুর করে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন।

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙার কথা স্বীকার করেছে দুই মাদ্রাসাছাত্র

কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনায় সিসিটিভি’র ফুটেজ দেখে দুই মাদ্রাসা ছাত্র এবং মাদ্রাসা থেকে পালাতে সহযোগিতা করায় মাদ্রাসার দুইজন শিক্ষককে গ্রেফতার করেছে পুলিশ।

রবিবার (৬ ডিসেম্ব) বিকেল সাড়ে ৩টায় সাংবাদিক সম্মেলনে পুলিশের খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি ড. খন্দকার মুহিদ উদ্দিন এখবর জানান।

ভাস্কর্য ভাঙার কাজে জড়িত ছাত্ররা হলো শহরতলী জুগিয়া পশ্চিম পাড়া মাদ্রাসা ইবনে মাস্উদ (রাঃ) কওমী মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষার্থী আবু বক্কর ওরফে মিঠন (১৯) ও সবুজ ইসলাম ওরফে নাহিদ(২০)। মিঠনের বাড়ি মিরপুর উপজেলার শিংপুর গ্রামে এবং নাহিদের বাড়ি দৌলতপুর উপজেলার ফিলিপনগর হোগলবাড়িয়া গ্রামে। গ্রেফতারকৃত মাদ্রাসা শিক্ষক আল আমিন (২৭)। বাড়ি মিরপুর উপজেলার ধুবইল গ্রামে অপর শিক্ষক ইউসুফ আলী (২৬) বাড়ি পাবনা জেলার আমিনপুর উপজেলার দিয়াড় বামন্দী গ্রামে।

খুলনা রেঞ্জের ডিআইজি সাংবাদিকদের জানান-ঘটনার ২৩ ঘন্টা পর হলেও মাত্র ১২/১৩ ঘন্টায় জেলা পুলিশের কর্মকর্তা এবং সদস্যদের আন্তরিক প্রচেষ্টায় সিসি ফুটেজ দেখে গ্রেফতারকৃত ছাত্রদের সনাক্ত করা হয়।

তিনি জানান, জেলা পুলিশ ঘটনার ভিডিও ফুটেজ দেখে জুগিয়া পশ্চিম পাড়ায় অবিস্থত মাদ্রাসা ইবনে মাসউদ এর জামাত বিভাগের ছাত্র আব্দুল্লাহ এবং আব্দুর রহমানকে আটক করে। তাদের জিজ্ঞাসাবাদ ও ফুটেজ দেখালে তারা তথ্য দেয় যে, এরা এই মাদ্রাসার হেফজ বিভাগের শিক্ষার্থী। পরে ওই শিক্ষার্থীদের বাড়িতে হানা দিয়ে শনিবার রাতেই তাদের গ্রেফতার করা হয়।

গ্রেফতারের পর ঘটনার সাথে জড়িত থাকার কথা স্বীকার করে তারা জানায়, মাওলানা মুহাম্মদ মামুনুল হক ও মাওলানা ফয়জুল করিমের বয়ানে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা এই ঘটনা ঘটিয়েছে।
গ্রেফতারকৃত ছাত্ররা পুলিশকে জানান, ৫ডিসেম্বর রাতে মাদ্রাসার

সকল শিক্ষার্থী ঘুমিয়ে পড়লে তারা দুজন গোপনে মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে পায়ে হেটে শাহিন কাউন্সিলারের বাড়ির পাশ দিয়ে কানাবিলের মোড় পাড় হয়। এর পর মজমপুর দিয়ে রেল লাইন দিয়ে ফজলুল উলুম মাদ্রাসার পাশ দিয়ে ৫রাস্তা মোড়ে ভাস্কর্যের কাছে আসে।

রাত ২টা ৫ মিনিট থেকে ২টা ১৩ মিনিট পর্যন্ত মাত্র ৮ মিনিটে বাঁশের চড়াতে ওই ভাস্কর্যে উঠে তাদের সাথে থাকা হাতুড়ি দিয়ে নির্মানাধীন ভাস্কর্যে স্বজোড়ে আঘাত করে। এতে হাত ও মুখের বিভিন্ন অংশ ভেঙ্গে ফেলে এবং বিকৃত করে। তারা আবার পায়ে হেটে মাদ্রাসায় গিয়ে ঘুমিয়ে পড়ে।

সকালে ঘটনাটি মাদ্রাসার ২ শিক্ষক জানতে পেরে তাদের দ্রুত মাদ্রাসা থেকে পালিয়ে যেতে বলে। ছাত্রদের স্বীকারোক্তি মোতাবেক মাদ্রাসার শিক্ষকদের গ্রেফতার করে।

সাংবাদিক সম্মেলনে গ্রেফতারকৃত ২ ছাত্র ২ শিক্ষককে সাংবাদিকদের সম্মুখে হাজির করা হয়। সাংবাদিকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে ডিআইজি বলেন, পুলিশ দায়িত্বশীলতার পরিচয় দিয়ে ঘটনার সাথে জড়িতরে গ্রেফতার করেছে।

গ্রেফতারকৃতদের বিরুদ্ধে কুষ্টিয়া মডেল থানায় বিশেষ ক্ষমতা আইনের ১৫(৩) তৎসহ ৪২৭/৩৪ পেনাল কোড রুজ্জু করা হয়েছে। তাদের পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদে এঘটনার সাথে আরো কোন ব্যক্তি বিশেষ ও সংগঠন জড়িত থাকলে তাদের সনাক্ত করা হবে।

ডিআইজি আরো জানান, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে কেউ ঘোলাটে পরিবেশ করতে চাইলে তা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। আর এ ঘটনার পর আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হওয়ার কোনো সুযোগ নেই। তিনি জানান-ইতোমধ্যে জেলার সর্বত্র যেখানে মুর্যাল ও ভাস্কর্য রয়েছে সেখানে অতিরিক্ত পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়েছে।

এসময় অতিরিক্ত ডিআইজিসহ কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এস এম তানভীর আরাফাতসহ সংশ্লিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন।

পুলিশের সামনে ফাঁকা গুলি:
এদিকে শনিবার সন্ধ্যা ৭টার দিকে কুষ্টিয়া শহরের ব্যস্ততম এলাকা পাঁচ রাস্তা মোড়ে ভাস্কর্যের কাছে এক যুবক একটি মইক্রোবা যোগে এসে পুলিশের উপস্থিতিতে পিস্তল উচিয়ে দুই রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে। পরে দ্রুত মাইক্রোবাস যোগে মজমপুরগেট হয়ে চৌড়হাসের দিকে

চলে যায় মাইক্রোটি।

প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান সন্ধ্যা ৭টার দিকে একটি নুহা প্রাইভেট গাড়ি ভাস্কর্য এলাকায় পৌঁছায় সেখান থেকে একজন যুবক উচ্চস্বরে গালিগালাজ করতে থাকে। এক পর্যায়ে তার হাতে থাকা পিস্তল উচিয়ে ২রাউন্ড ফাঁকা গুলি ছুড়ে মাইক্রোযোগে ঘটনাস্থল ত্যাগ করে।

এসময় ঘটনাস্থলের পাশে পুলিশসহ বিপুল সংখ্যাক জনগণ দাঁড়িয়ে থাকলেও ভয়ে কেউ এগিয়ে আসেনি। যুবকটি ঘটনাস্থল পরিত্যাগের পরই পুলিশের টনক নড়ে। সাথে সাথে সর্বত্র খবরটি ছড়িয়ে দিলেও এই রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত ওই যুবকের সন্ধান পাওয়া যায়নি। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসেন জেলা পুলিশের কর্মকর্তারা।

বিএনপি অফিসে ভাঙচুর:
এদিকে বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্য ভাঙচুরের ঘটনার পর শনিবার বিকেলে এবং রাত ৯টার দিকে কুষ্টিয়া শহরে জেলা বিএনপি কার্যালয়ে দফায় দফায় ভাঙচুর করেছে একদল দৃর্বত্ত।

রাতে জেলা বিএনপি’র সাধারণ সম্পাদক অধ্যক্ষ সোহরাব উদ্দিনের ব্যবসা প্রতিষ্ঠান এসবি কাউন্টারে হামলা-ভাঙচুরের ঘটনা ঘটে। হামলার ছবি তুলতে গিয়ে দুই গণমাধ্যমকর্মী গুরুতর আহত হয়েছে। তাদেরকে কুষ্টিয়া জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

শহরে নিরাপত্তা জোরদার:
ভাস্কর্য ভাঙচুরসহ কুষ্টিয়া শহরে বেশকিছু অনাকাক্সিক্ষত ঘটনা ঘটে যাওয়ায় জেলা শহরে নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করেছে আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর সদস্যরা। জেলা বিএনপি কার্যালয়ে ভাঙচুরের ঘটনায় জেলা বিএনপির পক্ষ থেকে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানানো হয়।

জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক আব্দুর রাজ্জাক জানান-কিছু দিন পর পর বিএনপি অফিস ভাঙচুর করে কিন্তু আইন শৃংখলা বাহিনীর কোনো পদেক্ষেপ নেয় না। তিনি এ ঘটনায় নিন্দা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, আইন শৃংখলা বাহিনীর উচিত দোষীদের আইনের আওতায় এনে শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে।

তিন সদস্যের তদন্ত কমিটি:
বঙ্গবন্ধুর নির্মাণাধীন ভার্স্কয ভাঙচুরের ঘটনায় তিন সদস্য বিশিষ্ট তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। এ ঘটনায় পৌর সচিব কামাল উদ্দিন বাদি হয়ে কুষ্টিয়া মডলে থানায় অজ্ঞাত কয়েকজনকে আসামি করে

মামলা দায়ের করেন।

রোববার বেলা সাড়ে ১১ টায় কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসক মো. আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সভা কক্ষে বঙ্গবন্ধু ভার্স্কয নিরাপত্তাজনতি বিষয় নিয়ে এক জরুরী বঠৈকে অতরিক্তি জেলা ম্যাজিস্ট্রট সিরাজুল ইসলামকে আহবায়ক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার (ডিএসবি) মো. ফরহাদ হোসেন ও গণর্পূত অধিদফতরের নির্বাহী প্রকৌশলী আরিফুল ইসলামকে সদস্য করে তিন সদস্য বিশিষ্ঠ তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। আগামী তিন দিনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সভায় উপস্থিত ছিলে বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সম্পাদক মাহবুব উল আলম হানিফ।

ভাস্কর্য নিয়ে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয়: হানিফ

ভাস্কর্য নিয়ে কোন অপব্যাখ্যা গ্রহণযোগ্য নয় বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ।
তিনি বলেন, আলেম-উলামা মাশায়েখের নাম দিয়ে কিছু লোক মাঠ উত্তপ্ত করছে। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের বিরোধিতা করছে। তারাই কুষ্টিয়ার এই ভাস্কর্য ভাঙচুর করেছে।

রবিবার সকালে কুষ্টিয়া জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে জেলা আইনশৃঙ্খলা কমিটির বিশেষ সভায় তিনি একথা বলেন।

হানিফ বলেন, আমরা দেখেছি আমাদের দেশে সকল মানুষ ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে বসবাস করে। একদিকে মাগরিবের আজান হচ্ছে আবার অন্যদিকে শাখা বাজিয়ে প্রদ্বীপ জ্বালিয়ে হিন্দু ধর্মালম্বীরা তাদের রীতিনীতি অনুযায়ী পূজা অর্চনা করতেন।

ইসলামে উগ্রবাদের স্থান নেই উল্লেখ করে আওয়ামী লীগের এই নেতা বলেন, তাদের কথার সঙ্গে ইসলামের কোনো মিল নেই। কিন্তু আলেমদের নাম করে যারা উগ্রবাদের কথা বলছে সেটা ইসলাম বলে না। ইসলাম

শান্তির কথা বলে।

সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে জাতীয় সঙ্গীত গাওয়া ও পতাকা উত্তোলন করতে এবং তাদের মনিটরিং করতে কুষ্টিয়ার মাদরাসা সুপারসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে কঠোরভাবে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দেন।

এদেশ আমাদের সকলের। তবে রাজনীতির কারণে সমাজে বিভেদ আছে।

আমরা ভবিষ্যত প্রজন্মকে ভালো কিছু উপহার দিতে চাই। এজন্য সকল বিভেদ ভুলে সুন্দর ও সুখী সমাজ গড়তে সবাইকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ হয়ে কাজ করতে হবে বলেও জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক মোঃ আসলাম হোসেনের সভাপতিত্বে এসময় কুষ্টিয়া-৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার এসএম তানভীর আরাফাত, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি তাইজাল আলী খান, প্যানেল মেয়র মতিয়ার রহমান মজুনসহ সকল সরকারি দপ্তরের প্রধান, জনপ্রতিনিধি, সাংবাদিক ও সুধীজন।

সভায় কুষ্টিয়ার পুলিশ সুপার (এসপি) এসএম তানভীর আরাফাত বলেন, বঙ্গবন্ধু, স্বাধীনতা ও বাংলাদেশ। তিনটি শব্দই এক।

বঙ্গবন্ধুর হাত মানে দেশের ১৭ কোটি মানুষের হাত। কুষ্টিয়ায় বঙ্গবন্ধু ভাস্কর্যে হামলা চালিয়ে যে ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটিয়েছে তারা বাংলাদেশকে ভালো চায় না।

ঘটনার পর আমরা পুলিশের পক্ষ থেকে আমাদের বেশ কিছু টিম আলাদা আলাদা ভাগে ভাগ করে কাজ করছি। আমরা শীঘ্রই ভালো কিছু জানাতে পারবো।

পৌরসভা ভাস্কর্য স্থাপন করছে তা প্রশাসন কিংবা জেলা প্রশাসনকে অবগতি করেননি পৌরসভা কতৃপক্ষ। অবশ্যই জেলা প্রশাসনকে জানানো প্রয়োজন ছিলো বলে জানান কুষ্টিয়া প্রেস ক্লাব (কেপিসি)’র সভাপতি রাশেদুল ইসলাম বিপ্লব।

যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলা করেছে, তারা এ দেশকে বিশ্বাস করে না: হানিফ

কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের নির্মাণাধীন ভাস্কর্য ভাঙচুরের প্রতিবাদে কুষ্টিয়া জেলা সম্মিলিত নাগরিক সমাজের উদ্যোগে বিক্ষোভ মিছিল ও সমাবেশ করেছে।

রবিবার বিকেলে খণ্ডখণ্ড বিক্ষোভ মিছিল শেষে পৌরসভার বিজয় উল্লাস চত্বরে বিশাল সমাবেশে মিলিত হয়।

সমাবেশে আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও কুষ্টিয়া ৩ সদর আসনের সংসদ সদস্য মাহবুব উল আলম হানিফ তার বক্তব্যে বলেন, যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলা করেছে, তারা এ দেশকে বিশ্বাস করে না, এ দেশের সংবিধান বিশ্বাস করে না। এরা পাকিস্তানের পেত্মাতা। এটি বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্যের ওপর হামলা করেনি, তারা পুরো দেশের ওপর হামলা করেছে।

হানিফ বলেন, লালন রবীন্দ্রনাথের এই পুণ্যভূমিতে কখনো মৌলবাদীদের মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে দেওয়া হবে না। যারা বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভেঙে নিজেদের অস্তিত্ব প্রকাশ করার যে প্রয়াস চালিয়েছে তা আমরা সম্মিলিত ভাবে রুখে দিয়েছি। ভবিষ্যতে আর কোনদিন কোন মৌলবাদী অপশক্তি এ জেলায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারবে না।

যারা এ ঘটনা ঘটিয়েছে, এমন কয়েকজনকে পুলিশ চিহ্নিত করেছে, ৪জনকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

এসময় কুষ্টিয়া ৪ আসনের সংসদ সদস্য ব্যারিস্টার সেলিম আলতাফ জর্জ, জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আলহাজ্ব সদর উদ্দিন খান, সাধারণ সম্পাদক আজগর আলী, জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হাজী রবিউল ইসলাম, ইবির সাবেক প্রো-ভিসি ড. শাহিনুর রহমান, সাবেক ট্রেজারার ড. সেলিম তোহা, জেলা জাসদ সভাপতি গোলাম মহসিন, জেলা আইনজীবী সমিতির সভাপতি এ্যাড. অনুপ কুমার নন্দী, সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আতাউর রহমান আতা, জেলা মহিলা আওয়ামী লীগের সভাপতি জেবুন নেসা সবুজ, জেলা যুবলীগের সভাপতি রবিউল ইসলাম, সাধারণ সম্পাদক জিয়াউল ইসলাম স্বপন, জেলা তাঁতী লীগের সভাপতি রুহুল

আমিন, সাধারণ সম্পাদক হারুন অর রশীদসহ জেলা আওয়ামী লীগের ও অঙ্গসহযোগী সংগঠনসব সামাজিক ও পেশাজীবী নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

উল্লেখ্য, শুক্রবার দিবাগত রাতে কুষ্টিয়া শহরের পাঁচ রাস্তার মোড়ে পৌরসভার উদ্যোগে প্রায় ৩০ লাখ টাকা ব্যয়ে নির্মাণাধীন বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য ভাঙচুর করে দুর্বৃত্তরা। বঙ্গবন্ধুর ভাস্কর্য নির্মাণ নিয়ে দেশব্যাপী ইসলামপন্থী বিভিন্ন সংগঠনের প্রতিবাদের মধ্যেই কুষ্টিয়ায় এ ঘটনা ঘটে।

দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে মনোনয়ন প্রত্যাশী সাইফুল আজম

চুয়াডাঙ্গা জেলার দর্শনার নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনে আ.লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী সাইফুল আজম মিন্টু মোটরসাইকেল শোডাউন করেছে। আসন্ন নেহালপুর ইউনিয়ন পরিষদ নির্বাচনকে সামনে রেখে চেয়ারম্যান পদে আ.লীগের মনোনয়ন প্রত্যাশী হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি সাইফুল আজম মিন্টু।

গতকাল বিকাল তিনটায় হিজলগাড়ী মাধ্যমিক বিদ্যালয় মাঠ থেকে বের হয়ে নেহালপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন গ্রামে প্রদক্ষিণ করে নিজ বাসার সামনে গিয়ে শেষ হয়।

মোটরসাইকেল শোডাউন র্যালীতে উপস্থিত ছিলেন নেহালপুর ইউনিয়ন আ.লীগের আহবায়ক মুবারক হোসেন, মীর মফিজ, মীর রাজিব, নুহু নবী, ডা: কামাল হোসেন, পিনা, বক্কর, মিলটন, সিমুলসহ অনেকে।

গাংনীতে সম্পত্তি দখলমুক্ত করতে মানববন্ধন

মেহেরপুরের গাংনী উপজেলার বামন্দী ইউনিয়নের ওলিনগর গ্রামের এক মুক্তিযোদ্ধার কন্যার ক্রয়কৃত জমি দখলমুক্ত করার দাবিতে গাংনীতে সর্বস্তরের মানুষের অংশগ্রহণে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গতকাল রোববার সকালে মেহেরপুর-কুষ্টিয়া সড়কের গাংনী উপজেলা পরিষদের সামনে মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে অংশগ্রহণ করেন বাংলাদেশের ওয়ার্কার্স পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ও মেহেরপুর জেলা কমিটির সভাপতি কমরেড আব্দুল মাবুদ, বীর মুক্তিযোদ্ধা যথাক্রমে আব্দুল হান্নান দেলোয়ার হোসেন, আব্দুল জলিল, মুকুল হোসেন মাস্টার, ফিরোজ জাহাঙ্গীর, কমরেড মজনুল হক মজনুসহ বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত শতশত নারী-পুরুষ।

জানা যায়, ওলিনগর গ্রামের বীর মুক্তিযোদ্ধা মরহুম হাফিজুর রহমানের স্ত্রী নুরুন্নাহার আক্তার তার নিজ কন্যা হাবিবা নওরিনের কাছে জমি বিক্রি করেন। হাবিবার নামীয় জমি দখল করেছেন তারই সৎ ভাইয়েরা ও আত্মীয়রা।

এমনকি হাবিবা ও তার মা নুরুরন্নাহার দখলকারীদের হুমকির কারণে নিজ বাড়িতে বসবাস করতে পারছেন না। ওই জমি দখল মুক্ত করতে স্থানীয়রা ইউনিয়ন পরিষদসহ বিভিন্ন মহলে গিয়েও আপোস-মীমাংসা হয়নি।